শৈলকুপায় বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ, আহত ৭

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের হুদাকুশোবাড়িয়া গ্রামে বিয়ে বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করার অভিযোগ উঠেছে এক বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে।

হামলায় আহত হয়েছে নারীসহ অন্তত ৭ জন। শুক্রবার রাত ৮ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, শুক্রবার হুদাকুশোবাড়িয়া গ্রামের শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসের মেয়ে সাদিয়া জান্নাত’র বিয়ে হয় পার্শবর্তী দোহারো গ্রামের পুলিশ কর্মকর্তা রতন হুসাইনের সাথে। সন্ধ্যায় বিয়ের আনুষ্ঠানিতা শেষে বরযাত্রী চলে গেলে রাত সাড়ে ৮ টার দিকে ওই গ্রামের বিএনপি নেতা লাল্টু মোল্লার নেতৃত্বে তার সহযোগী, ফারুক, আশরাফ সুমন, আতিক, ঝড়ো, আউলিয়া, নিশান, চান্নু, আকিদুলসহ আরও কয়েকজন বিয়ে বাড়িতে হামলা চালায়। হামলাকারীরা বাড়িতে থাকা নারী-পুরুষকে বেধড়ক মারপিট ও ভাংচুর করে। এতে আহত হয় নারীসহ অন্তত ৭ জন। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মাগুরা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত রিয়াজুল ইসলাম বলেন, আমার চাচা মতিয়ার রহমান বিশ্বাস উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। আমার বোনের বিয়েতে আমরা বাড়িতে অনুষ্ঠান করেছি এটাই আমাদের অপরাধ। এজন্য শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাবলু মোল্লার ভাই বিএনপি নেতা লাল্টু মোল্লার নেতৃত্বে আমাদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার এস আই তামিম রহমান বলেন, গতকাল রাতে একটি মারামারির ঘটনা ঘটেছে। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা কি করেছে সেভাবে জানা যায়নি। আমরা অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিব।

গাজায় ইসরাইলি হামলায় শিশুসহ ২২ ফিলিস্তিনি নিহত

গাজা উপত্যকায় একের পর এক ইসরাইলি হামলায় বৃহস্পতিবার দিনভর শিশুসহ অন্তত ২২ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্যকর্মীরা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তাদের বরাত দিয়ে আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর থেকে ইসরাইলি বাহিনী গাজা সিটির উত্তর-পশ্চিমে আল-শাতি শরণার্থী শিবিরের একটি আবাসিক ভবনে বিমান হামলা চালায়। এতে তিনজন নিহত হন এবং আরও কয়েকজন আহত হন।

গাজা সিটির উত্তরাঞ্চলের শেখ রিদওয়ান এলাকায় একটি বাড়িতে বিমান হামলায় এক বৃদ্ধ ও দুই নারী নিহত হন। এতে আহত হন আরও কয়েকজন।

গাজার মধ্যাঞ্চলের পশ্চিম নুসাইরাত শরণার্থী শিবিরে একটি আবাসিক ফ্ল্যাটে ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় চারজন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে দুইজন শিশু।

সূত্র: যুগান্তর ।

মেহেরপুরের বামন পাড়ায় নারীর উপর হামলার অভিযোগ

মেহেরপুরের বামনপাড়া এলাকায় আমবাগানের আম পাড়া সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মোছাঃ নাছরিন আক্তার পলি (৪৫) নামের এক নারীকে জখম করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযুক্তরা হলেন মৃত ইছাহাক মীরের ছেলে মোঃ জুয়েল, মৃত তারা মীরের ছেলে মোঃ হাবিবুর রহমান হাবিব ওরফে হবু (৫২), মকছেদ মীরের ছেলে মোঃ হারু মীর, মোঃ হারু মীরের ছেলে মোঃ সাকিব মীর।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুর ১টার দিকে নাছরিন আক্তার পলি তার খালা ও মায়ের সাথে আমবাগানে গেলে অভিযুক্তরা সেখানে উপস্থিত হয়ে আম বিক্রি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথা- কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে আসামী মোঃ হারু তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে।

এরপর অন্যান্য অভিযুক্তরা বাঁশের লাঠি, রড ও জিআই পাইপ দিয়ে তাকে পেটায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে গেলে অভিযুক্ত মোঃ জুয়েল ধারালো হাসুয়া দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে কোপ মারেন। ভুক্তভোগী তা প্রতিহত করলে তার বাম পায়ে গুরুতর জখম হয়।

এছাড়া তার কানে থাকা স্বর্ণের দুল ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং হাতে থাকা একটি মোবাইল ফোন ছিনতাই করে নেয়া হয় বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।

তার চিৎকারে স্থানীয় কয়েকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে এবং পরবর্তীতে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ভুক্তভোগী আরও অভিযোগ করে বলেন, থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর থেকে, অভিযুক্তরা নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেছবাহ উদ্দিন জানান, তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে ইউনিয়ন বিএনপি’র সম্মেলন ঘিরে দফায় দফায় হামলা- সংঘর্ষ, আহত ১০

দলীয় কোন্দলের জের ধরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে ইউনিয়ন বিএনপি’র সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে দফায় দফায় হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। এ ঘটনায় জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, বিএনপি নেতা কাজী মিজান মেনন, মনোয়ারুল হোসেন চঞ্চল, আজিমুল বারি লাভলুসহ প্রায় ১০ নেতাকর্মী

আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার সকাল ১১ টা থেকে দুপুর পর্যন্ত কয়েক দফায় এ হামলা- সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতদের অভিযোগ, আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম এবং তার ভাই সফিকুল ইসলাম-এর নেতৃত্বে তাদের সমর্থকরা সম্মেলনস্থলে হামলা চালান। তারা সম্মেলনে আসা নেতাকর্মীদের বাধা দিচ্ছিলেন, আর প্রতিরোধ করতে গেলেই হামলার শিকার হতে হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল থেকেই সংঘর্ষের একাধিক পর্ব চলে। লাঠিসোটা ও ইটপাটকেল নিয়ে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা জানাচ্ছেন, ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত এবং সম্মেলন বানচালের উদ্দেশ্যেই হামলা হয়েছে।

আমঝুপি ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আজিমুল বারি লাভলু বলেন, ইউনিয়ন সম্মেলনকে ঘিরে কয়েকদিন ধরে সাইফুল ইসলামের লোকজনের নানা হুমকি শোনা যাচ্ছিল। প্রথমে আমঝিুপি হাইস্কুল মাঠ, তার পরে নিলকুঠি চত্বরে সম্মেলন করার কথা ছিলো। পরে তাদের বাঁধার কারণে উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে করার সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক সকাল থেকে নেতাকর্মীরা সম্মেলন স্থলে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে সাইফুল ইসলাম ও তার ভাই শফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে তাদের কর্মী সমর্থকরা নেতাকর্মীদের বাঁধা প্রদান করে। বাঁধা প্রতিরোধ করতে গেলে তারা লাঠি নিয়ে নেতাকর্মীদের উপর হামলা করেন। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, পুলিশ ঘটনাস্থলে আসলেও তারা তাদেরও তোয়াক্কা না করে দফায় দফায় হামলা শুরু করে। পরে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান ভাই গাড়ি বহর নিয়ে সম্মেলন যেতে গেলে গাড়ি ভাংচুর করে এবং কামরুল ভাইয়ের উপর হামলা করে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, র্যাব ও বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও। তবে আইন-শৃঙ্খলবা বাহিনীর সামনে হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও তাদের নিরবতা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

অভিযুক্ত উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম

বলেন, দীর্ঘ দিন আমরা যারা লড়াই সংগ্রাম করে বিএনপি’র জন্য জীবন বাজি রেখেছি। সেই সকল ত্যাগী নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে হাইব্রিডদের নিয়ে কমিটি করা হচ্ছে। এ কারণে ওই নেতাকর্মীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ বলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের কর্মী সমর্থকরা দলীয় প্রতিটি কাজে বাঁধা প্রদান করে যাচ্ছে। সকল বাঁধা পেরিয়ে আমরা দলীয় গঠণতন্ত্র মোতাবেক ইউনিয়নগুলোতে কাউন্সিল করছি। আমঝুপিতেও তার সমর্থক সাইফুল চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা আমাদের সদস্য সচিবসহ নেতাকর্মীদের উপর হামলা করে জখম করেছে। আমরা বিষয়টি কেন্দ্রে জানিয়েছি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন বলেন, “সংঘর্ষের পরপরই পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

প্রসঙ্গত, আজ শুক্রবার ২৩ মে বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপি’র দ্বি-বার্ষীক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্থানীয় উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সাধারণ সম্পাদক পদে হাফিজুর রহমান বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় বিজয়ী হয়েছেন। সভাপতি পদে জহির হোসেন চঞ্চল, মোস্তাক রাজা, স্বপন আহমেদ প্রতিদ্বন্দীতা করছেন। সম্মেলনে জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান , যুগ্ম আহবায়ক ফয়েজ মহাম্মদ, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান সাতু, ওমর ফারুক লিটন অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন।

ঝিনাইদহে ইউপি চেয়ারম্যানের

ওপর হামলার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া কাজলের ওপর দূর্বৃত্তরা হামলা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর পর থেকে কাজল চেয়ারম্যান আর খুজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন স্বজনরা।

মঙ্গলবার (১৩ মে) সকাল ১১ টার দিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদের গেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

গোলাম কিবরিয়া কাজল দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে জানাগেছে। হামলার বিষয়ে জানতে গোলাম কিবরিয়া কাজলের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল করলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। তার খোঁজে পুলিশ কাজ করছে।

ঝিণাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী ঘটনা শুনেছেন বলে নিশ্চিত করে বলেন, আমি সে সময় মিটিং এ ছিলাম। পরে জানতে পারি ওই চেয়ারম্যানের ওপর কে বা কারা হামলা চালিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কাজ করছে।

ঝিনাইদহে হামলা ও গ্রেফতার আতংকে বাড়িছাড়া অর্ধশত পরিবার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়নের দিঘিরপাড় গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ও প্রাণহানির ঘটনায় চরম আতঙ্কে রয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

প্রাণ বাঁচাতে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে অন্তত অর্ধশতাধিক পরিবার। ফাঁকা হয়ে যাওয়া এসব বাড়িতে চলছে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট।

স্থানীয়রা জানান, সম্প্রতি সংঘর্ষে দু’জন নিহত হওয়ার পর থেকে নিহতদের অনুসারীরা প্রতিশোধের নামে নিরীহ মানুষের বাড়িঘরে হামলা চালাচ্ছে। সংঘবদ্ধভাবে ভাঙচুর করা হচ্ছে আসবাবপত্র, লুটে নেওয়া হচ্ছে ঘরের মালামাল। এমনকি গৃহপালিত পশু-গরু, ছাগল পর্যন্ত জোর করে নিয়ে যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। এই তাণ্ডবের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ওই গ্রামের সামাজিক নেতা আলিম উদ্দিন, নায়েব আলী ও শহিদুল ইসলাম ওরফে সাইদুল সুরী। তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হামলায় অংশ নিচ্ছেন মজিদ সর্দার, মস্ত সর্দার, রুবেল, মারুফ, আতর বিশ্বাস, সবেদ আলী, বিল্লাল মোল্লা, মাজেদ বিশ্বাস, সাইদুল বিশ্বাস, মিহির বিশ্বাস, সামারুল বিশ্বাস, সোহান, বল্টু, সাহেব, শিমুল, টিকারী গ্রামের শিপন, রিয়াজ ওরফে চন্নু এবং বনকুমড়া এলাকার ইমরোজ।

ভুক্তভোগীদের দাবি, বর্তমানে গ্রামের পরিস্থিতি ভয়াবহ রকমের অস্থিতিশীল। বহু পরিবার নারীদের সন্তানসহ নিরাপত্তাহীনতার কারণে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেই কোনো কার্যকর পদক্ষেপ।
একাধিক পরিবার অভিযোগ করেছে, যারা নিরীহ তারা আজও হামলা ও গ্রেফতারের আতঙ্কে বাড়িতে ফিরতে পারছে না। অথচ

প্রতিপক্ষরা লুটপাট, তাণ্ডব চালালেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি প্রশাসনকে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এখনো পুলিশ মোতায়েন করা আছে। কোন প্রকার লুটপাট বা ভাংচুর রোধে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে।

ঝিনাইদহে আধিপত্য বিস্তারের জেরে প্রতিপক্ষের বাড়িঘরে

হামলা-ভাঙচুর

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়নের দিঘিরপাড় গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্বের জের প্রতিপক্ষের বাড়িঘরে হামলা-ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে নারীসহ অন্তত ৫ জন।

রোববার রাতে দিঘিরপাড় গ্রামের উত্তরপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আমজাদ বিশ্বাসের সাথে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আলিম উদ্দিনের সমর্থকদের মধ্যে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলে আসছিলো। রোববার রাতে রেজওয়ানের সমর্থক তুষারের সাথে আলিম উদ্দিনের সমর্থক মুকুলের কথাকাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। এ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়। পরে রাতে আলিম উদ্দিনের নেতৃত্বে তার সহযোগী নায়ক বিশ্বাস, সাহেব বিশ্বাস, মনিরুল বিশ্বাস, মুকা ওরফে মুকাদ্দাস লোকজন নিয়ে রেজওয়ান বিশ্বাসের সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে। বাঁধা দিলে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করা হয় নারীসহ ৫ জনকে। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, দিঘিরপাড় গ্রামে সামাজিক বিরোধ নিয়ে একটি ঘটনা ঘটেছিলো। এখন এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা

জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর গ্রামে ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলকারীরা ব্যবসায়ী ও তার পরিবারের সদস্যদের পিটিয়ে বাড়ি থেকে নগদ টাকা ও গহনা লুট করেছে

বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সকালে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার ভিডিও সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভুক্তভোগী মহারাজপুর গ্রামের কাপড় ব্যবসায়ী এনামুল হক অভিযোগ করেন বলেন, আমি দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার কারণে পারিবারিক সুত্রে পাওয়া আমার ৩৮ শতক জমি আমার ভাইয়েরা কৌশলে রেজিস্টি করে নেয়। আমার নিজের জমিও তারা দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রেখেছে। আমি দেশে ফিরে দিনের পর দিন জমি ফেরত চাইলে তারা নানা তালবাহানা শুরু করে। আমি চাপ দিলে সম্প্রতি তারা আমাকে মারধরের হুমকি দেয়।

এরই জের ধরে গতকাল সকালে আমার ভাই মুস্তাক, তক্কেল, মোফাজ্জেল তোজাম্মেলসহ আরও কয়েকজন আমার বাড়িতে এসে হামলা চালায়। আমি ও আমার পরিবারের সদস্য বেধড়ক মারপিট করে ঘরে থাকা জমি বিক্রির ৭ লাখ টাকা ও স্বর্ণের গহনা লুট করে নিয়ে যায়। পরে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে তারা পালিয়ে যায়।

মারধরের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লেও এ ব্যাপারে অভিযুক্ত মুস্তাক আহম্মেদ বলেন, আমরা কিছু করিনি। উল্টো এনামুলই আমাদের মারধর করেছে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মহারাজপুরের ঘটনাটি শুনেছি। এ ঘটনায় অভিযোগ দিলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠকের উপর হামলার ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ২

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা পর্যায়ের মুখ্য সংগঠক ও উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের হারু শেখের

ছেলে শাওন শেখের উপর হামলার ঘটনায় মুজিবনগর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত সোমবার রাতে শাওন শেখ বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।

মামলা দায়েরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক তৌফিকুল ইসলাম মিঠুন এবং মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি রুবেল হাসানকে মেহেরপুর আদালত চত্বর থেকে যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে মুজিবনগর থানা ও ডিবি পুলিশ। পরে আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে জেলহাজতে পাঠানো হয়।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ২৫ দিন আগে ভিজিএফ কার্ডে চাল বিতরণকে কেন্দ্র করে মোবাইল ফোনে শাওন শেখকে হত্যার হুমকি দেয় মিঠুন। তারই ধারাবাহিকতায় সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে শাওন শেখ ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলে মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ চার রাস্তার মোড়ে পৌঁছালে হামলার ঘটনা ঘটে।

সেসময় বাগোয়ান গ্রামের কাহিরুলের ছেলে এবং জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মিঠুন (৩২), বিশ্বনাথপুর গ্রামের রাহিন বিশ্বাসের ছেলে রুবেল হাসান (২৮), শিবপুর গ্রামের ইলিয়াস হোসেনের ছেলে ও উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুল হাসান রাহুল (৩৫), গৌরিনগর গ্রামের সেলিম হোসেনের ছেলে ও জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজিরসহ আরও ২-৩ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি শাওন শেখের মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, জেলা ছাত্রদল সভাপতি সেনজিরের নির্দেশে মিঠুন শাওনের কলার চেপে ধরে মোটরসাইকেল থেকে নামিয়ে মাথায় কিল-ঘুষি মারে। রুবেল বাঁশের লাঠি দিয়ে পিঠে আঘাত করে এবং রাহুলও এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মারে।

শাওনের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে এলে হামলাকারীরা প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা শাওনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এদিকে মামলার বিষয়ে অভিযুক্ত জেলা ছাত্রদল সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির বলেন, “কিছুদিন আগে বিএনপির একজন কেন্দ্রীয় নেতা নির্বাচন

নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাত চেয়েছেন—এমন একটি নিউজ যমুনা টিভিতে প্রকাশ হয়। সেই নিউজে শাওন শেখ অশ্লীল ও আপত্তিকর মন্তব্য করে। সোমবার রাতে মিঠুন তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি হয়।”

তিনি আরও বলেন, “আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও পরিস্থিতি শান্ত করি এবং শাওনকে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিই। আমি এ ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত নই। এটি একটি মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা।”

সেনজির দাবি করেন, “শাওন শেখ জুলাই-আগস্টের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না এবং অতীতে কোনো সরকারবিরোধী আন্দোলনেও অংশ নেননি। তার বিরুদ্ধে এলাকায় চাঁদাবাজিসহ নানা অভিযোগ রয়েছে।”

তিনি প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করে বলেন, “ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারে তৎপরতা থাকলেও সরকারের পক্ষে থাকা ফ্যাসিবাদী ইউনিটের নেতাকর্মীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আমরা এই মামলা প্রত্যাহার এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করছি।”

মেহেরপুর জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক শাওনের ওপর হামলা

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা মুখ্য সংগঠক শাওন শেখের ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের অভিযোগ, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিঠুনের নেতৃত্বে বিএনপির একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ এই হামলায় অংশ নেয়।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিস্তারিত আসছে …